মুক্তমনা ফোরাম বিষয়ক সমালোচনার জবাবে

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

সম্প্রতি মুক্তচিন্তায় আমাদের ফোরামের সমালোচনা করে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আমি নীচে এর একটি প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি । লেখিকার অংশগুলো ইংরেজীতে, আর আমারগুলো বাংলায়।

{Mukto-mona (MM) was created to share views against only one religion. That was its main purpose.}

এই কথাটি মিথ্যা । মুক্ত-মনার কোথাও বলা হয়নি যে মুক্তমনা একটি ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তৈরী হয়েছে। লেখিকা যেটা দাবী করতে পারতেন তা হল - 'মুক্তমনায় সদস্যরা সব ধর্মের বিরুদ্ধে সমান সমালোচনা করে না'। এই ব্যাপারটা হয়ত সত্য। তাতে আমি তেমন অসুবিধাও দেখছি না। ফোরামের অনেকেই খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন এই ব্যাপারটা নিয়ে। অনেকেই ভাবেন সব ধর্মের বিরুদ্ধে সব সময়ই সমানভাবে সমালোচনা করলেই বোধ হয় নিরপেক্ষ হওয়া গেল। না - সব ধর্মই সমান সমালোচনাযোগ্য নয় বা সমান violent নয়। উদাহরন - বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম, জৈন ধর্ম। এই ধর্মগুলোর ধর্ম গ্রন্থে intolerant শ্লোক খুঁজে পাওয়া দুস্কর - যেমনটি কোরাণ ঘাটলেই পাওয়া যায়। সব ধর্মের অনুসারীরাই ৯/১১ এর মত বড় সহিংস ঘটনা ঘটায় নি। সব ধর্মগ্রন্থেই সতীদাহ নেই, শরীয়া নেই। সব ধর্মই বিন লাদেনের জন্ম দেয় নি। কাজেই সব ধর্ম নিয়ে সব সময় সবার সমান মাথা-ব্যথা থাকতে হবে - এটা কোন বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার হতে পারে যে, কামরান মির্জা, ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, জাফর উল্লাহ - মুক্তমনার নিয়মিত লেখকরা ইসলামিক ব্যকগ্রাউন্ড থেকেই উঠে এসেছেন বলে তারা 'নিজেদের ধর্মের' ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কেই লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এখানে সাম্প্রদায়ীকতার প্রশ্ন অর্থহীন। আর লেখিকা বোধ হয় এটাও খেয়াল করেছেন, যাদের উনি ইসলাম-বিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করছেন তারা কেউই spiritual সুফীবাদের সমালোচনা করছেন না, করছেন violent ওহাবিজমেরই।

ব্যাপারটা শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজকে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করে যত গাদা গাদা লেখা প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়, তার সিকিভাগের একভাগও অন্যদেশকে নিয়ে হয় না। নিরপেক্ষতার দাবী এক্ষেত্রে অর্থহীন। যে

ব্যক্তি আমেরিকার ফরেন পলিসির সমালোচনা করছে, তার যে নিরপেক্ষতা জাহির করার জন্য পাশাপাশি নাইজেরিয়া, রাশিয়া, ভুটান, সোমালিয়া, হাঙ্গেরীরও সমালোচনা করতে হবে - এর কোন মানে নেই। যদিও সবাই জানে যে নাইজেরিয়া দুর্নীতিতে প্রথম সারিতে। আর রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আমলে মানবতার যে লংঘন হয়েছে সেটাও খুব পরিস্কার। কেউ যদি সেগুলো নিয়ে লিখতে চায় তো লিখতে পারে, অসুবিধা তো নাই।

মুক্তমনার সদস্যদের কোন বিশেষ ধর্ম নিয়ে লিখতে উৎসাহিতও করা হয় না, আবার কোন বিশেষ ধর্ম নিয়ে লিখলে বাঁধাও দেয়া হয় না। সদস্যরা নিজেদের পছন্দ মতই বিষয় নির্ধারণ করে।

The front page of the forum proudly highlighted “Mukto-mona is the breeding ground of FFI”(another anti-Islam group). Because, to me, a forum that claims to be the voice of the reethinkers should be secular minded, but not anti-Muslim. During the nine months I moderated Mukto-mona, I tried my best to give it a different image from what it used to be in the beginning.

লেখিকা এখানে নিজের মত করে ব্যাপারটিকে দেখেছেন। আমি একটু অন্যভাবে দেখতে চাইছি। যেটা হয়েছিল তা হল - লেখিকাকে তার স্বাধীন ইচ্ছায় কোন বাঁধা দেওয়া হয় নি। তার নিজের মত করেই উনি কাজ করেছিলেন। আর তার স্বীকৃতিস্বরূপ উনি দাবী করছেন ‘মুক্তমনার সবভালটুকু’ শুধু উনারই অবদান! আমি এ বিষয়ে নিরব থাকাই শ্রেয় মনে করছি। আর আলি সিনার কিছু stand এর সাথে আমি একমত পোষণ না করায় আমি নিজেই সেই সংগঠন থেকে মুক্ত-মনাকে সরিয়ে আনি। আমি এখনও আমার stand এ অবিচল আছি। আমার stand যুক্তির আর মানবতার, ছদ্দবেশী নিরপেক্ষতার নয়!

Just see the following link to understand the attitude of the moderator, how he’s misleading people about an article (disguised as a “comment from a reader”) against the Gujarat carnage by the secular and humanitarian writer Harsh Mander.

এই মডারেটরের নাম ‘রাহুল গুপ্ত’। আমার একাডেমিক ব্যস্ততার কারণে সব সময় ফোরাম দেখার সময় পাই না বলে রাহুল নিজের ইচ্ছায় নিজের সময় ব্যয় করে মুক্তমনাকে পরিচালিত করছেন। রাহুল কোন দেবতা নয়, রক্ত মাংসের মানুষ। তার ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে। রাহুল এই ফোরামের সদস্য। উনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যার উত্তর রবিন

দিয়েছে। দু'জনই দু'জনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাঠকেরা দু'জনের বক্তব্যই শুনেছে, যেটা ঠিক মনে করেছে সেটা গ্রহন করেছে। এতে অসুবিধার কি আছে তা তো বুঝলাম না। ফোরামের গতিই এই রকম। লেখিকা নিজেও যখন মডারেটর ছিলেন তখন তার দেওয়া অনেক মডারেটরের নোটের সাথেও অনেকে একমত হননি। আমি নিশ্চিত আমার লেখার সাথেও সবাই অনেক সময়ই একমত হন না, বা হবেন না। সবার সাথে সবার মত মিলবে না - এটাই স্বাভাবিক। এই জন্যই তো discussion forum এর সৃষ্টি। যেটা অস্বাভাবিক তা হল রবিনের একটা Response কে পুঁজি করে অজথা জল ঘোলা করার চেষ্টা।

পরিশেষে এ কথাই বলি, আর কোন বাংলাদেশী ফোরাম যুক্তিবাদ নিয়ে এভাবে কথা বলে না; জেমস র‍্যান্ডি, পল কুরৎসের লেখা initiative নিয়ে প্রকাশ করে না, কৃষক দার্শনিক আরজ আলীকে প্রোমট করে না, শরীয়ার বিরুদ্ধে আর সংখ্যা-লঘুদের অধিকার রক্ষায় এভাবে সচেষ্ট হয় না। সাম্প্রদায়িকতা ঠেকাতে আর মানবতার প্রকাশে অনেকেই মুক্তমনাকে অনন্য মনে করে। বহু মানবতাবাদী সংগঠন মুক্ত মনার সাথে একযোগে কাজ করছেন, তাদের মতামত মুক্তমনার মাধ্যমে পাঠকদের তুলে ধরছেন। মুক্তমনার সদস্য কমেনি, বরং ক্রমশই বেড়েছে। যারা লেখা পাঠাচ্ছে, মুক্তমনাকে ভালবেসেই লেখা পাঠাচ্ছে। আমরা প্রতিদিনই আমাদের ওয়েব-সাইট আর ফোরামের ব্যাপারে প্রশংসাসূচক অনেক লেখা পাই। এই ব্যাপারগুলো বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, 'মুক্ত মনাই সেরা'; বরং পাঠকদের অবহিত করা যে, লেখিকা যেমনি ভাবে দাবী করছেন তার বাইরেও একটি আলোকিত দিক আছে, যেটা হয়ত তার 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তারপরও আমাদের বহুক্ষেত্রেই ভুলভ্রান্তিথাকতে পারে। আমি সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

লেখিকা এক সময় মুক্তমনা মডারেট করেছেন - নিজের সময় এবং শ্রম ব্যয় করেছেন। মুক্তমনার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। উনি বর্তমানে 'উত্তরসুরী' নামে একটি নতুন ফোরাম পরিচালনা করছেন। সেই ফোরামের প্রতিও আমাদের আন্তরিক অভিবাদন রইল।

লেখিকার প্রতি উত্তরটা বাংলায় দিলাম। ইদানিং বাংলায় কিছু লেখালিখি করার চেষ্টা করছি বলে। অবাঙ্গালী পাঠকদের কাছে সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বিনীত,

অভিজিৎ রায়।
www.mukto-mona.com